দৈনিক ইত্তেফাক

২৮/৭/২০০৩

তারিখ ....
পৃঃ ১৬ কলাম ৪

চঃবিঃর নতুন ভিসি-প্রোভিসির ক্ষমতা ভাগাভাগিতে পুরানো দ্বন্দ্বের রেশ

আবদুল মালেক ।। পদাধিকার ও ক্ষমতা নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় ভিসি-প্রোভিসির দ্বন্দ্বের অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে। নবাগত প্রোভিসির দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে গত (সোমবার) জারি করা একটি সার্কুলার সংশ্লিষ্ট মহলে আলোড়ন তুলেছে। সার্কুলার প্রোভিসিকে অনেকটা ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করেছে বলে অভিমত পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, পদাধিকার ও ক্ষমতা নিয়ে সাবেক ভিসি প্রফেসর আব্দুল মান্নান ও প্রোভিসি ডঃ আবু ইউসুফের দ্বন্দ্বের চরম পর্যায়ে গত ফেব্রুয়ারী মাসে ২ জনকেই সরিয়ে দেয়া হয়। এরপর ভিসি পদে নিয়োগ দেয়া হয় প্রফেসর ফজলী হোসেনকে। এর প্রায় ৫ মাস পর প্রোভিসি পদে নিয়োগ দেয়া হয় প্রফেসর আনোয়ারুল আজিম আরিফকে। নিয়োগলাভের ১৩ দিন পর প্রোভিসির দায়িত্ব নির্ধারণ করে গত (সোমবার) এক সার্কুলার জারি করা হয়। এতে প্রোভিসির উপর অর্পিত দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে লাইব্রেরী, ক্রীড়া, চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালনা, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ, ছাপাখানা পরিচালনা, শিক্ষক ও ষ্টাফদের বেতন নির্ধারণ, ছুটি ও বৃত্তি মঞ্জুর প্রভৃতি। অন্যদিকে সাবেক প্রোভিসির আমলের যেসব দায়িত্ব বর্তমান প্রোভিসিকে দেয়া হয়নি সেগুলো হচ্ছে ছাত্রছাত্রী ভর্তি, কলেজ পরিচালনা, হোস্টেল এন্ড ডিসিপ্লিন কমিটি এবং ট্রান্সপোর্ট, খাজনা, বিল, টেলিফোন, আবাসন প্রভৃতি।

সূত্র মতে, দায়িত্ব বন্টন নিয়ে সম্প্রতি ভিসি ও প্রোভিসির মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। তখন প্রোভিসি সাবেক প্রোভিসি কর্তৃক পালিত দায়দায়িত্ব ছাড়াও পদমর্যাদার ভিত্তিতে আরও কিছু ক্ষমতার ইঙ্গিত করেছিলেন বলে জানা গেছে। কিন্তু সোমবার জারিকৃত সার্কুলার প্রোভিসিকে হতাশ করেছে বলে প্রকাশ।

শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মতে, নবাগত প্রোভিসি আসার পর প্রথম পদক্ষেপেই একটি বড় ধরনের ধাক্কা খেলেন। এই ধাক্কা ভবিষ্যতে ভিসি-প্রোভিসির পুরানো দ্বন্দ্বে নিয়ে যেতে পারে।